ঝিনাইদহে ৫ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ঝিনাইদহে ৫ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে ঝিনাইদহের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন পৌর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান মাসুম সিআইপি।

সেসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আব্দুর রাজ্জাক রাজা, মানবাধিকার কর্মী আমিনুর রহমান টুকু, যুবলীগ নেতা ফারুক হোসেন, সমাজসেবক আমির হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সদর পৌর এলাকার ৫ হাজার মানুষের মাঝে রমজান উপলক্ষে চাল, ডাল, তেল, আলু ও নগদ টাকা বিতরণ করা হয়। আগামী ২২ এপ্রিল পর্যন্ত সর্বমোট ১০ হাজার মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। খাদ্যসামগ্রী পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন পরিবারগুলো।

গাংনীতে প্রতিপক্ষের হামলায় দুজন আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামে প্রতিপক্ষের হামলায় দু’জন মারাত্মক আহত হয়েছেন। আহতদেরকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হচ্ছেন- ওই গ্রামের পলান পাইকের ছেলে আশরাফুল (৩৭) ও রমজান পাইকের ছেলে হুরমত আলী ওরফে আকালী পাইক। জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে এ হামলার ঘটনাটি ঘটে।

আহত সুত্রে জানা গেছে, গ্রামের মাঠে এক একর জমি নিয়ে মক্কেল পাইক

গ্রুপের সাথে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। জমিটি তাদের দখলে থাকলে মক্কেল পাইক গ্রুপের লোকজন মাস তিনেক আগে জবর দখল করে।

ওই জমি চাষ করতে গেলে প্রতিপক্ষরা হামলা চালিয়ে তাদেরকে আহত করে। স্থানীয় লোকজন আহতদেরকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক আবীর জানান, আহতদের অবস্থা এখন একটু ভাল এবং শঙ্কামুক্ত। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, এ ব্যাপারে কেউ কোন অভিযোগ করেনি।

কোটচাঁদপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দূর্ণীতির অভিযোগ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দূর্ণীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও সেচ্ছাচারিতার অভিযোগে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ইউপি (মেম্বার) সদস্যরা।

এতে ওই ইউনিয়ন পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের পক্ষে একান্ত সচিব ইন্দ্রোজিত সাহা অভিযোগ পত্র গ্রহন করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, ইউপি চেয়ারম্য্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে সম্পূর্ণ এককভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। নিয়মিত মাসিক সভা করেন না। জোর পূর্বক রেজ্যুলেশনে সহি করিয়ে নেন।

সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহনের নিয়ম থাকলেও তিনি নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল-খুশি মত প্রকল্প গ্রহন করেন। এবং

কমিটির সদস্যদেও সআক্ষর গ্রহন না করে জালিয়াতির মাধ্যমে বিল উত্তোলন করেন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যানকে অবহিত করলে তিনি বিভিন্ন প্রকার হুমকি প্রদান করেন।

এমনকি পরিষদে জেতে নিষেধ করে বলেন, বেশি বুঝলে বাড়ি গিয়ে গরু- ছাগল চরাতে। বাধ্য হয়ে সদস্যরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করলেন।

অভিযোগকারী সদস্যরা হলেন, সংরক্ষিত নারী সদস্য মোছাঃ হাসিনা খাতুন, মোছাঃ কল্পনা খাতুন, মোছাঃ হালিমা খাতুনসহ সাধারণ সদস্য মোঃ জিল্লুর রহমান, মোঃ জনি, মোঃ জুলহক, মোঃ রোকন উদ্দিন, মোঃ শাহাজুল ইসলাম, আশরাফুল আলমসহ অন্নান্য সদস্যবৃন্দ।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস জানান, আমি এলাকায় সকলকে নিষেধ করেছি, মেম্বারদের কোন প্রকার ভাতা বাবদ টাকা পয়সা না দিতে। বিভিন্ন প্রকার ভাতা বাবদ টাকা নিতে না পারায় আমার বিরুদ্ধে তারা এই অভিযোগ তুলছে। তাদের এই অভিযোগ সম্পন্ন মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। কিছুদিন পূর্বে একই উপজেলার বলুহর ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন বোর্ডের সদস্যরা।

এদিকে একের পর এক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দূর্ণীর্তির অভিযোগ উঠায় এলাকায় শুরু হয়েছে আলোচনা ও সমালোচনা। এবিষয়ে সঠিক তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান এলাকার সূধিজন।

দৌলতপুরে অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান: জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান জ্বালানি কাঠ পুড়ানোর দায়ে ইটভাটা মালিকের ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন

ভ্রাম্যমান আদালত।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের মাদিয়া গ্রামের অনিক ব্রীক্স এ অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্র জানায়, দৌলতপুরের বিভিন্ন এলাকায় অনুমোদহীন অবৈধ ইটভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ পুড়ানো হচ্ছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো. আব্দুল জব্বারের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত মাদিয়া এলাকায় ইনছান আলীর অনিক ব্রীক্স নামক ইটভাটায় অভিযান চালায়। এ

সময় ইটভাটা প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ এর ১৬
(৬) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ইটভাটা মালিক ইনছান আলীর ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ও দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আব্দুল জব্বার জানান, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য দৌলতপুরে ২৬টি অবৈধ ইটভাটায় অবাঁধে পুড়ানো হচ্ছে কাঠ। একই সাথে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় সরবরাহ করা হচ্ছে মাটি। ফলে একদিকে ধ্বংশ হচ্ছে ফসলি জমি, অপরদিকে উজাড় হচ্ছে সবুজ বৃক্ষ।

আর সেইসাথে পরিবেশ হচ্ছে বিপন্ন। এসব অবৈধ ইটভাটা বন্ধে পরিবেশ মন্ত্রনালয় থেকে নিদের্শ দেওয়া হলেও সে নির্দেশনা উপেক্ষা করে অবৈধ এসব ইটভাটা মালিকরা অবাঁধে ইটভাটা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব অবৈধ ইটভাটা বন্ধে প্রয়োজন আরো অভিযান, এমন দাবি সচেতন মহলের।

সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে লোকনাথপুর চলছে অবৈধভাবে

পুকুর খনন

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের লোকনাথপুর হাইস্কুল সংলগ্ন মাঝপাড়ায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলছে অবৈধ ভাবে পুকুর খননের কাজ। যেখানে দীর্ঘদিন ধরে কৃষি জমি ধ্বংস করে অবৈধ ভাবে পুকুর খননের কাজ চলমান থাকলেও রহস্য জনক কারণে বন্ধ হয়নি ধ্বংসের মহোৎসব।

প্রাপ্ত তথ্যে সরেজমিনে গিয়ে ও স্থানীয়দের মাধ্যমে জানা যায়, উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত লোকনাথপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে মাঝপাড়া মসজিদ সংলগ্ন স্থানে প্রায় ২০ বিঘা কৃষি জমি ধ্বংস মেতেছে চিহ্নিত ভূমিদস্যু হাউলি ইউনিয়ন লোকনাথপুর গ্রামের হুমান সহ একাধিক সিন্ডিকেট চক্র।

এসকল ভূমিদস্যু সিন্ডিকেট চক্রের আয়োজনে প্রতিদিনই ১০-১৫ টি অবৈধ যান ট্রাক্টর ভিড়িয়ে কিশোর চাকলকদের বেপরোয়া গতিতে চলাচলে চরম ভোগান্তি পড়ছে পথচারী সহ স্থানীয়রা।

কৃষি জমি থেকে খননকৃত সকল মাঠি যাচ্ছেন উপজেলার বিভিন্ন স্থানের নির্মিত ইটের ভাটার পেটে। উল্লেখিত স্থানটিতে দীর্ঘদিন যাবত মাটি খনন করা হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের পক্ষে থেকে নেওয়া হয়নি তেমন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

রহস্য জনক কারণে বন্ধ হয়নি কৃষি জমি থেকে মাটি খননের কাজও। স্থানটিতে অনেকটাই নির্বিঘ্নে চলছে পুকুর খননের কাজের মহোৎসব।

ফলে অতি মুনাফালোভী ও ভূমিদস্যুদের এমন কর্মকান্ডে পরিবেশর চরম ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় ও সচেতন মহল।

প্রভাবশালী এ ভূমিদস্যুদের হরহামেশাই অবৈধভাবে পুকুর খনন করে মাটি বিক্রির জন্য সরকারি ব্যায়ে নির্মিত যে সকল রাস্তা ব্যবহার করা হচ্ছে সেসব রাস্তা ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছে। অবৈধ যানবাহনের অদক্ষ চালকদের বেপরোয়া গতির ফলে সাধারণ মানুষের চলাচল অনুপযোগী হওয়া সহ যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা।

নাম প্রকাশে কয়েকজন পথচারীর সাথে কথা হলে তারা জানান, লেকনাথপুর সহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানের ফসলি জমিতে চলছে মাটি কেটে ইটের ভাটা, বাসা বাড়ি, গর্ত ভরাটের কাজে বিক্রি।

কাজেই এ সড়ক সহ উপজেলার বিভিন্ন সড়কে অবৈধ ট্রাক চাকলদের বেপরোয়া গতিতে চলাচলে সড়কে সৃষ্টি হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলা। ধুলাবালি আর ভোগান্তি। জানতাম জমির পরিবর্তন করতে সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন পড়ে।

ফসলি জমি ধ্বংস করে তো পুকুর খনন নিষিদ্ধ। কৃষি ও কৃষক সমাজ রক্ষার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কঠোর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি

গাংনী ৭০ বোতল ফেনসিডিলসহ যুবক আটক

৭০ বোতল ফেনসিডিলসহ আশিকুজ্জামান (১৯) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনীর ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল। আটক আশিকুজ্জামান গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার নিয়ামত আলীর ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ এপ্রিল) বিকাল ৫ টার দিকে রামনগর বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করে পুলিশ। ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হানের নেতৃত্বে সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আশরাফ আলী ও সঙ্গীয় ফোর্স এ অভিযানে অংশ নেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান জানান, দুজন মাদক কারবারী ফেনসিডিলের একটি চালান নিয়ে কুষ্টিয়ার উদ্দ্যেশে যাওয়ার জন্য রামনগর বাজারে দাড়িয়ে আছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে একজন মাদক কারবারী পালিয়ে গেলেও বস্তাভর্তি ফেনসিডিলসহ আটক হন আশিকুজ্জামান।
ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় পলাতক আসামীসহ দুজনের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়েরের চেষ্টা চলছে।

আইন বিরোধী সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করলে যত বড় নেতা বা পদ পদবী লোক হোক আইনগত ব্যবস্থা – সাহিদুজ্জামান খোকন

রমজান মাস ও ঈদের কেনাকাটাসহ জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে ও জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসে গাংনী উপজেলা শহরের শহীদ রেজাউল চত্ত¡রে আজ মঙ্গলবার (১৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় বিক্ষোভ ও আগামীকাল বুধবার ডাকা হরতাল কর্মসূচী স্থগিত করেছে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আজ মঙ্গলবার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে সাংবাদিকদের সাথে প্রেস কনফারেন্স করে এ কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা করে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার, বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি সাইফুজ্জামান শিপু,রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি সামসুজ্জামান মঙ্গল, আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মী।

বক্তব্যে এমপি খোকন বলেন, আমরা সবাই মুসলিম পরিবারের সন্তান। একদিকে রমজান মাস। অন্যদিকে সন্ধ্যার দিকে রমজানের কেনাকাটা করে থাকে মানুষ। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা ও প্রশাসনের আস্বাসে সন্ধ্যায় ডাকা বিক্ষোভ সমাবেশ স্থগিত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, রমজানের রোজা রেখে ইফতারের পর মানুষ যখন ইফতার করে নামাজ শেষে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনি কতিপয় দূর্বৃত্তরা আমাদের কর্মীদের উপর গুলি বর্ষণ করে।

এঘটনায় পৌরবাসি, স্থানীয় ব্যবসায়ী, জনতা ও সাধারণ মানুষ দূর্বৃত্তদের প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং জনগণের বিক্ষোভের মুখে অভিযুক্ত মোশাররফ হোসেনকে থানা হেফাজতে নেন পুলিশ।

পরে মোশাররফ হোসেনের সাথে কথা বলে বিশেষ শর্তে তাকে পুলিশ মুক্তি দিয়েছেন। এ ধরণের আর কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা পরিস্থিতি যাতে না ঘটে সেদিকে প্রশাসন খেয়াল রাখবেন বলেও আমাদের আসস্থ্য করেছেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আমরা প্রশাসনের কথায় বিশ্বাস রেখে এবং রোজা মাসের কথা বিবেচনা করে এই কর্মসুচী স্থগিত করা হয়েছে। বাজারে এখন ঈদের কেনাকাটা চলছে। সন্ধ্যার পর বাজারের বিক্রি বৃদ্ধি পাই। প্রশাসনের কথা বিশ্বাস করে ও জনস্বার্থের সবদিক বিবেচনা করেই কমসূচী স্থগিত করা হলো। নেতা কর্মীদের ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মোশাররফ হোসেনকে বলেন গাংনীর শান্ত পরিবেশকে যেনো কোনোভাবে অশান্ত না করতে পারে সেজন্য প্রশাসনের সুদৃষ্টি রাখার আহবান জানান তিনি। জনগণের উদ্যোশ্যে তিনি বলেন আমাদের সচেতন হতে হবে। কোনো চাঁদাবাজ, ধান্দাবাজ ও দুষ্ট লোকেরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না। তারা যেনো গাংনী উপজেলা শহরের এই সমাজকে কলুষিত করতে না পারে। ঈদের এই উৎসব যেনো ভুলন্ঠিত করতে না পারে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকার আহবান জানান। ছোট খাটো ঘটনা নিয়ে যেনো বড় কোনো তিনি প্রশাসনের প্রতি আহবান করে বলেন সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক না কেনো, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ বা ছাত্রলীগ যারাই আইন বিরোধী সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করবে সে যত বড় নেতা বা পদ পদবী ধারি লোক হোক তাদের প্রতি আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। খারাপ লোকের বিরুদ্ধে প্রশাসন নির্বিঘেœ নির্ভয়ে বিনা বাঁধায় ও নির্ধিদায় আইনী ব্যবস্থা নিলে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবেনা। আমরা চাই জনগণের শান্তি। আমরা চাই জনগণ নির্ভিঘেœ ব্যবসা করবে। জনগণ নির্বিঘেœ তাদের ঈদের কেনাকাটা করবে। রোজাদাররা যেনো মসজিদে গিয়ে তারবীর নামাজ আদায় করতে পারে সেদিকে সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে। দু একটি গাঁজাখোর ভুঁইফোড় নেতার কারণে আজকে দলের ও কর্মীদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে এটা আমরা চাইনা। প্রশাসন এসব দু:স্কৃতিকারীদের প্রতি নজর রাখবেন এবং কঠোর হস্তে দমণ করবেন।

উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার সন্ধ্যার পর গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন ও স্থানীয় কিছু নেতা কর্মীদের মাঝে বাকবিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে গাংনী উপজেলা শহরের জেলা পরিষদের মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় মোশাররফ হোসেনের অফিস থেকে দু রাউন্ড গুলি বর্ষণ করেন। পরে স্থানীয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ রাস্তায় নেমে এসে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়ক অবরোধসহ বিক্ষোভ মিছিল করেন। এক পর্যায়ে গাংনী থানা পুলিশ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেনকে থানা হেফাজতে নেন। তবে প্রাথমিকভাবে তদন্ত শেষে মোশাররফ হোসেনকে গভীর রাতে ছেড়ে দেন।

কেরুর ৩শ কোটি টাকার স্পিরিট বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা

কেরুজ চিনিকল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করলো স্পিরিট উৎপাদন ও বিক্রিতে। এ অর্থ বছর ডিস্টিলারী কারখানায় প্রায় ৩শ কোটি টাকার স্পিরিট বিক্রি হতে যাচ্ছে। দেশের ১৫ টি চিনিকলের মধ্যে বন্ধ রয়েছে ৬ টি। বর্তমানে ৯ টি চিনিকল সচল আছে। সচল ৯টি চিনিকলের মধ্যে কেরুজ চিনিকল ছাড়া সবকটিতে লোকসান গুনতে হচ্ছে সরকারকে। কেরুজ চিনিকল এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে খ্যাতি রয়েছে।

এ ছাড়া শিক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দের সুনামও অক্ষুণ্ন রেখেছে। কেরুজ চিনিকলের ৪ টি বিভাগের মধ্যে চিনি কারখানায় মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হলেও তা পুষিয়ে দেয়া হয় অন্যান্য বিভাগের মুনাফা অর্জন থেকে। এবার প্রতিষ্ঠাকালের সকল রেকর্ড ভেঙ্গেছে দেশি মদ উৎপাদন ও বিক্রিতে। যে কারণে প্রতি বছরের তুলনায় এ বছর ডিস্টিলারী বিভাগের লাভের অংকটা অনেক মোটা হতে চলেছে। তথ্যানুযায়ী গত ২০২০-২১ অর্থ বছরের ডিস্টিলারী বিভাগের স্পিরিটের সমাপনী মজুত ছিলো ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৮৯.২১ প্রুফ লিটার। ২০২১-২২ অর্থ বছরে মার্চ মাস পর্যন্ত স্পিরিট উৎপাদিত হয়েছে ৪০ লাখ ৫৯ হাজার প্রুফ লিটার। বিক্রয়ের ৫৫ লাখ প্রুফ লিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গত মার্চ পর্যন্ত ৪২ লাখ ৮০ হাজার প্রুফ

লিটার বিক্রয় হয়েছে, যার অর্থমূল্য ২৭৭ কোটি ২১ লাখ টাকা। ডিস্টিলারী বিভাগে সর্বোচ্চ স্পিরিট বিক্রির রেকর্ড ভাংতে যাচ্ছে এ বছর। চিনিকল কর্তৃপক্ষের ধারণা চলতি অর্থ বছরে অর্থাৎ আগামী ২ মাসে লক্ষ্যমাত্রার ৫৫ লাখ প্রুফ লিটার স্পিরিট বিক্রি করা সম্ভব হবে। হিসাব মতে ৩শ কোটিরও বেশি টাকার স্পিরিট বিক্রির রেকর্ড গড়তে পারে। মিলে গত অর্থ বছরে চিনি মজুত ছিল ৪৫০৯ মেট্রিক টন । ২০২১-২২ আখ মাড়াই মরসুমে ৫৩৬৯২ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করেছে ৩০২৩.৫০ মেট্রিক টন। গত মরসুমের তুলনায় এ মরসুমে চিনি আহরণের গড় হার ছিল বেশি। গত মার্চ পর্যন্ত সর্বশেষ ৭৪ ও ৭৫ টাকা কেজি দরে ৪৮২৪.৮৫ মেট্রিক টন চিনি বিক্রি হয়েছে, যার অর্থমূল্য প্রায় ৩৫ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। তবে আখ চাষে কৃষকদের অনাগ্রহের কারণে স্মরণকালের কম আখ মাড়াই হলেও রিকভারি বেশি হওয়ায় চিনি কারখানার লোকসানের বোঝা গত মরসুমের তুলনায় কম হবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

কেরুজ বায়োফাটিলাইজার কারখানায় মার্চ পর্যন্ত জৈব সার উৎপাদন হয়েছে ১২০০ মেট্রিক টন। গত অর্থবছরের সমাপনী মজুত ছিল ৯২২.২২ মেট্রিক টন। সর্বমোট ২১২২.২২ মেট্রিক টন সারের মধ্যে ১৮১৭.১৫ মেট্রিক টন বিক্রি হয়েছে, যার অর্থমূল্য ১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। চিনিকলের নিজস্ব খামারের জমিতে স্বল্প মেয়াদি ফসলসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্য চাষের নিমিত্ত ৬ মাসের জন্য লিজ দেয়া হয়েছে সাতশত সাত একর। বিগত বছরের তুলনায় এবার সর্বোচ্চ দরে এ জমি লিজ দেয়ায় চিনিকল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ১২ লাখ টাকা বেশি মুনাফা অর্জন করেছে। এ দিকে করোনা মহামারি প্রাদুর্ভাব কমে যাওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়েছে হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদন, যা চাহিদা মোতাবেক উৎপাদন করা হয়ে থাকে। মার্চ পর্যন্ত ৬২২২ লিটার হ্যান্ড সেনিটাইজার উৎপাদন করে তা বিক্রি করেছে ৩১ লাখ ১১ হাজার টাকা। কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন বলেন, এ অঞ্চলের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি কেরুজ কমপ্লেক্স।

সর্বক্ষেত্রে কেরুজ চিনিকলের রয়েছে অবদান। সরকারের এ মূল্যবান সম্পদ গর্বিত ও সমৃদ্ধ করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা তথা দর্শনাকে। তাই এলাকার বৃহত্তর স্বার্থে এ প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যতম কাচামাল আখচাষ বাড়ানো খুবই জরুরী। কেরুজ কমপ্লেক্সে যে, যেখানে যে দায়িত্বে রয়েছেন, তাদেরকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতার মধ্যদিয়ে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। তাহলেই রক্ষা পাবে চিনিকল কারখানা। এ মিলটি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বর্তমান ব্যাবস্হপনা পরিচালক

মোহাম্মদ মোসারেফ হোসেন আখ চাষীদের সাথে বৈঠকসহ মিলটি কিভাবে আগামী বছর বেশি চলবে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।তার পাশাপাশি কেরু কোম্পানীর এ ডি এম প্রশাসন শেখ শাহাবুদ্দিন কেরুজ চিনিকলটি কিভাবে লাভবান হবে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চল ফিরে পাবে সোনালি অতীত। তাই আসুন, কেরুজ চিনিকলকে বাঁচাই নিজেদের স্বার্থে।

মেহেরপুর সরকারী কলেজের পুকুর থেকে অর্ধগলিত নারীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সরকারী কলেজের পুকুর থেকে মুসলিমা খাতুন (৩৮) নামের তামাক কোম্পানীর এক নারী শ্রমিকের গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মুসলিমা খাতুন মেহেরপুর শহরের পোষ্ট অফিস পাড়া এলাকার জিয়ারুল ইসলামের স্ত্রী ও একই এলাকার আব্দুল মালেকের মেয়ে। সে দুই সন্তানের জননী।

আজ মঙ্গলবার (১৯ এপ্রিল) সকাল ৯ টার দিকে মেহেরপুর সরকারী কলেজের পুকুরে অর্ধগলিত মরদেহ ভাসতে দেখে তার বাড়ির লোকজনকে খবর দিলে পরিবারের লোকজন এসে তার মরদেহ সনাক্ত করেন। তার স্যান্ডেল ও পোশাক পুকুরের পাশে পড়ে আছে।

মুসলিমা খাতুনের মা আরবি বেগম জানান, গত দুই দিন আগে তামাকের ক্রয়কেন্দ্রে তামাক বাছাইয়ের কাজ করতে বের হন। তারপর আর ফিরে আসেনি। মুসলিমার ছোট বড় বোন রেহেনা খাতুন ও ছোট বোন তাসলিমা খাতুন জানান, বৃটিশ আমেরিকা তামাক কোম্পানীর তামাক ক্রয় কেন্দ্রের গোডাউনে শ্রমিকের তামাক বাছাইয়ের কাজ করার পর সে প্রতিদিনই এই পুকুরে গোসুল করে বাড়িতে ফেরেন। ওই দিনের পর থেকে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি সে। পরিবারের লোকজন এই পুকুরের পাড়সহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুজি করেও কোনো সন্ধান মেলাতে পারেনি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান

জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে নিহততের মরদেহ উদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কি কারনে সে মারা গিয়েছে তদন্ত সাপেক্ষ বলা যাবে।তবে পরিবারের লোকজন জানিয়েছে মুসলিমা মৃগিরোগে আক্রান্ত ছিল।

দর্শনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবলুর রাষ্টীয় মর্যাদায় দাফন

দর্শনা মেমনগরে আব্দুর রাজ্জাক বাবলু (৭০) নামের এক বীর মুক্তিযোদ্ধা ইন্তেকাল করেছেন। সোমবার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি…….. রাজিউন)।

মৃত্যুকাল তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ অসংখ্য শুভাকাংঙ্খি রেখে গেছেন। গতকাল সোমবার বিকালে ঢাকা থেকে আনা হয় দর্শনা মেমনগরের নিজ বাসভবনে।

বিকালে বাদ আছর মেমনগর স্কুল মাঠে বাবলুর লাশের গার্ড অব অনার প্রদান করে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল। গার্ড অব অনার গ্রহন করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এসএএম জাকারিয়া আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, তমছের আলী, জাহাঙ্গীর আলম, দর্শনা থানার এসআই শামীম হাসান প্রমুখ।

জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।